দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জনবল সংকটসহ নানা সমস্যা

পৌনে ২ কোটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়

॥ মনির হায়দার ॥

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থবিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই খাতের প্রশাসনিক দুর্বলতা, অদক্ষতা, সমন্বয়হীনতা, জনবল সংকট ও বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত প্রায় পৌনে ২ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে এক ধরনের সংশয়। প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন এমন একাধিক ব্যক্তি ইত্তেফাককে বলেছেন, মূলত সরকারি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, অদক্ষতা ও সমন্বয়হীনতার কারণেই প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। অথচ এই খাতে সরকারের নিজস্ব তহবিল এবং দাতাদের অনুদানের তহবিল থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, দেশে বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি ও রেজিস্টার্ডসহ সবমিলিয়ে ১১ ধরনের সর্বমোট ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে। কিন্তু এসব স্কুলের শিক্ষার মান নিয়মিত মনিটর করা এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনবল স্বল্পতার পাশাপাশি অদক্ষ ও মাথাভারি প্রশাসনকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের অভিযোগ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি এবং বিভিন্ন শূন্যপদ পূরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে না। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪টি জেলা প্রাথমিক (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

পৌনে ২ কোটি শিক্ষার্থীর

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষা অফিসারের (ডিপিইও) পদ রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে বর্তমানে ৩৬ টি ডিপিইও পদই শূন্য রয়েছে। সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদও ৬৪টি। কিন্তু বর্তমানে ১৪টি এডিপিইও পদ শূন্য আছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদ সংখ্যা ৫০৫ টি। এরমধ্যে ১৩৬টি পদ দীর্ঘদিন শূন্য রয়েছে। এছাড়া সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ২০৩৬টি পদের মধ্যে ৪৭০ টি বর্তমানে শূন্য রয়েছে।

একইভাবে প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে (পিটিআই) সুপারিনটেনডেন্ট পদ রয়েছে ৫৪টি। কিন্তু এরমধ্যে প্রায় অর্ধেকই শূন্য। সহকারী সুপারিনটেনডেন্টের ৫৪টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ২৫টি। পিটিআইসমূহে ইন্স্ট্রাক্টর পদ রয়েছে ৬৪০টি। এরমধ্যে ২১৬টি পদই বর্তমানে শূন্য। এছাড়া উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে ৪৮১টি ইন্স্ট্রাক্টর পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১১৫ টি। একইভাবে সহকারী ইন্স্ট্রাক্টরের ৪৮১টি পদের মধ্যে বর্তমানে শূন্যপদের সংখ্যা ২৫২টি এবং ৪৮১টি এন্ট্রি অপারেটর পদের মধ্যে ১২১টিই শূন্য রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইত্তেফাককে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছ থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া গেলেও অজ্ঞাত কারণে এসব শূন্য পদ পূরণের কোনো উদ্যোগ নেই। উল্টো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে প্রশাসন ক্যাডারের এমনসব লোকজনকে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে যাদের এ বিষয়ে কোনো সম্যক ধারণা বা অভিজ্ঞতা নেই। অবস্থাদৃষ্টে যে কারোই মনে হতে পারে যে, অধিদপ্তরটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পোস্টিংয়ের সুযোগ করে দেয়া।

তিনি বলেন, অধিদপ্তরের ১৯৮৯ সালের নিয়োগ বিধি অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হবেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অধিদফতর বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালকদের মধ্য থেকে অথবা সরকারি কলেজের সিনিয়র অধ্যাপকদের মধ্য থেকে কেউ একজন। এছাড়া বিসিএস সাধারণ শিক্ষার ক্যাডারের সমমানের কোন কর্মকর্তাও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হতে পারবেন। নিয়োগবিধি অনুযায়ী এখানকার পরিচালক হতে পারবেন সরকারি কলেজের অধ্যাপক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ, ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বা হেড মাওলানা অথবা ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশনের পরিচালকদের মধ্য থেকে কেউ একজন। এছাড়া উপ-পরিচালক হতে পারবেন সহকারী পরিচালকরা পদোন্নতি পেয়ে অথবা ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশনের উপ-পরিচালকদের মধ্য থেকে কেউ একজন। সহকারী পরিচালক হবেন জেলা শিক্ষা অফিসার এবং পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্টদের মধ্য থেকে।

কিন্তু বাস্তবে অধিদপ্তরের পদগুলো পূরণের ক্ষেত্রে এসব নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। পরিচালক ও উপ-পরিচালকের অধিকাংশ পদে দায়িত্ব পালন করছেন প্রশাসন ক্যাডারের যুগ্মসচিব ও উপ-সচিবগণ। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তাদের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকে না। অন্যদিকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে এসব পদ পূরণ করায় অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মকর্তাগণ বছরের পর বছর পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। স্বাভাবিকভাবে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই অংশ নিয়ে থাকেন ডেপুটেশনে আসা কর্মকর্তারা। অথচ প্রশিক্ষণ গ্রহণের কিছুদিনের মাথায়ই তারা বদলি হয়ে যান অন্যত্র। ফলে এসব প্রশিক্ষণের কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

বিষয়টির প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের শূন্য পদসমূহ পূরণের ক্ষেত্রে মামলাজনিত কিছু বাধা রয়েছে। নিয়োগ বিধি ও প্রেডেশন তালিকা নিয়ে বেশ কয়েকটি মামলা বর্তমানে চালু আছে। এসব মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অনেক পদেই লোক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পদোন্নতি দেয়ার জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা না পাওয়ার কারণেই প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দিয়ে অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ পূরণ করা হয়। তিনি বলেন, সরকার কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়েও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের পদ বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এ পর্যায়ে আরো ২০ হাজার শিক্ষক